সমকাল

তারিখ 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন রোববার ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ■ সমকাল

এইচএসসিতে অনুপস্থিত ১৩ হাজার পরীক্ষার্থী

প্রথম দিনে ছয় শিক্ষক আটক

■ সমকাল প্রতিবেদক

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের প্রথম দিনের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৯ লাখ ৯৫ হাজার ৪৩৭ পরীক্ষার্থী। সারাদেশে গতকাল রোববার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষার মধ্য একযোগে শুরু হয় এবারের এইচএসসি পরীক্ষা। এদিন সব বোর্ড মিলিয়ে অনুপস্থিত ছিল ১৩ হাজার ৬৯ জন। ৬৬ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া বহিষ্কার করা হয়েছে একজন পরিদর্শককে। বিভিন্ন অভিযোগে একজন অধ্যক্ষসহ ছয় শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।

সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরুর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সূত্র জানায়, ট্রেজারি থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রশ্ন নেওয়ার সময় নিয়ম ভেঙে সঙ্গে স্মার্টফোন রাখায় তিন শিক্ষককে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন– রাজধানীর শান্তিনগরের হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুর রশীদ এবং মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মহিলা কলেজের প্রভাষক নাঈমা নাসরীন ও মাহবুবুর রহমান। ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সরকারি ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র আনতে গিয়েছিলেন তারা। এ ছাড়া রাজধানীর উত্তরায় সানরাইজ কলেজের শিক্ষকদের প্রতারণার শিকার ৬২ শিক্ষার্থী প্রবেশপত্র না পাওয়ায় প্রথম পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এ অভিযোগে গতকাল কলেজের অধ্যক্ষসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ।

ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ স্মার্টফোনসহ তিন শিক্ষক আটকের কথা জানিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'এর মানে (প্রশ্ন) বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুকে চলে যায়। তারা তো সেখানে (ট্রেজারিতে) স্মার্টফোন নিয়ে যেতে পারেন না, নিয়মই নেই।' আটক তিন শিক্ষকের মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করে বেতন বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হবে। ফৌজদারি আইনেও পুলিশ মামলা করবে, এ বিষয়ে আমাদের কথা হয়েছে।' শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সম্মান ক্ষুণ্ন করবেন না, সম্মান থাকতে থাকতে চলে যান। যারা ধরা পড়েছেন তাদের সঙ্গে কুচক্রী মহল জড়িত। সমস্ত শক্তি দিয়ে এটা প্রতিহত করার চেষ্টা করছি। প্রশ্নফাঁস রোধে মন্ত্রণালয় নিয়ম করেছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে একমাত্র কেন্দ্র সচিব সাধারণ ফিচার ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। অন্য কেউ কোনো ধরনের ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন ছাপিয়ে আগামী বছরের পরীক্ষা

——— শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রশ্ন ফাঁস রোধে আগামী বছর থেকে স্থানীয়ভাবে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া যাবে বলে আশা করছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রথম দিন গতকাল রোববার ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। পরিদর্শনকালে তিনি হলের সামগ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরীক্ষার্থীরা তাকে জানায়, এবার প্রশ্নপত্র ভালো হয়েছে এবং তারা ভালোভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্চলিকভাবে প্রশ্ন ছাপিয়ে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কোনো অগ্রগতি আছে কি-না সাংবাদিকের এমন প্রশ্নে নাহিদ বলেন, 'আমরা আশা করছি, আগামী বছর করতে পারব।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা প্রশ্ন ফাঁস রোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, আজ সমাজের যে অবক্ষয়, তা থেকে শিক্ষক-ছাত্র বাইরে না। শিক্ষা পরিবারকে অবশ্যই ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

এইচএসসিতে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রথম দিনে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মাদ্রাসা বোর্ডে সর্বাধিক দুই হাজার ৫৯১ এবং সবচেয়ে কম সিলেট বোর্ডে ৫৪৬ জন। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার ১৬১, রাজশাহী বোর্ডে এক হাজার ৪০২, কুমিল্লা বোর্ডে এক হাজার ১৫৮, যশোর বোর্ডে এক হাজার ৪৭, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৯০০, বরিশাল বোর্ডে ৬৩৬, দিনাজপুরে এক হাজার ১১০ ও কারিগরি বোর্ডে এক হাজার ৫১৮ পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে দু'জন, চট্টগ্রামে এক, মাদ্রাসা বোর্ডে ২১ এবং কারিগরি বোর্ডে সর্বাধিক ৪২ জন। একমাত্র বহিষ্কৃত পরিদর্শক ঢাকা বোর্ডের।

স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এর থেকে বাইরে আনতে হবে। কারণ তারাই জাতির ভবিষ্যৎ।

নাহিদ বলেন, 'আমাদের ব্যর্থতা থাকতেই পারে। দুনিয়ায় এহেন জিনিস নেই যা শতভাগ নিশ্ছিদ্র। আমাদের দেশে খুন করলে ফাঁসি হয়। রোজই ফাঁসি হচ্ছে, আবার খুন হচ্ছে দুনিয়ার সব দেশে। তাই আমাদেরও এটা একটা সমস্যা। এটাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে।'

এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৮৬ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৬৯৭ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫ লাখ ৪৭ হাজার ৯৮৯। সারাদেশে মোট ২ হাজার ৪৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।